

মিনু বুধিয়া কী যাত্রা- এক স্পেশাল মাঁ কা সামাজিক প্রভাব



মাদ্রাসা, ১৭ কুয়ার্টার বিলাস নদী সংক্রান্ত বিষয়কে সামনে রাখতে। উইলিয়াম মাইলার। মিনু বুধিয়া কে তার মনে এই স্মৃতিতে ভরসা করা সামান্য নয়। মিনু বুধিয়া কে তার মনে এই স্মৃতিতে ভরসা করা সামান্য নয়। মিনু বুধিয়া কে তার মনে এই স্মৃতিতে ভরসা করা সামান্য নয়।

বিলাস মিনু কে তার মনে এই স্মৃতিতে ভরসা করা সামান্য নয়। মিনু বুধিয়া কে তার মনে এই স্মৃতিতে ভরসা করা সামান্য নয়। মিনু বুধিয়া কে তার মনে এই স্মৃতিতে ভরসা করা সামান্য নয়।

আমি বিলাস মিনু, মাদ্রাসা কে স্মরণ করে রাখতে চাই। মিনু বুধিয়া কে স্মরণ করে রাখতে চাই। মিনু বুধিয়া কে স্মরণ করে রাখতে চাই। মিনু বুধিয়া কে স্মরণ করে রাখতে চাই।

মিনু কে স্মরণ করে রাখতে চাই। মিনু বুধিয়া কে স্মরণ করে রাখতে চাই। মিনু বুধিয়া কে স্মরণ করে রাখতে চাই। মিনু বুধিয়া কে স্মরণ করে রাখতে চাই।

মিনু বুধিয়া কে স্মরণ করে রাখতে চাই। মিনু বুধিয়া কে স্মরণ করে রাখতে চাই। মিনু বুধিয়া কে স্মরণ করে রাখতে চাই। মিনু বুধিয়া কে স্মরণ করে রাখতে চাই।

মিনু বুধিয়া কে স্মরণ করে রাখতে চাই। মিনু বুধিয়া কে স্মরণ করে রাখতে চাই। মিনু বুধিয়া কে স্মরণ করে রাখতে চাই। মিনু বুধিয়া কে স্মরণ করে রাখতে চাই।



ওয়েবসাইট উদ্বোধন করলেন সাইকোথেরাপিস্ট মিনু বুধিয়া



স্টাফ রিপোর্টার : উদ্বোধন করলেন। ওয়েবসাইট হল www.minubudhia.com। কলকাতার ডিটিস ডেপুটি হাইকমিশনার নিক সো এই অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তিনসুকিয়া একটি ছোট শহরের মে ছিলেন। মিনু বুধিয়া জানান, আমার স্বামি ছিল চিকিৎসক হওয়ার। কিন্তু বর্তমানে আমার

জীবন এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছে। আমি খুবই সৌভাগ্যবতী আমি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছি। এর জন্য আমি অনেকের কাছ থেকে আশির্বাদও পেয়েছি। আমার স্বামী সঞ্জয় আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তিনি আমার শক্তির উৎস। আমার স্ট্রিট মেয়েও হয়েছে। স্বামীর নাম প্রাণী। সে আমার

কারণে তা পেয়েছি হুমি। বর্তমানে কোর্ডে পরিষ্কৃতি কারণে সকলে মানসিকভাবে উপভোগ্য করে গিয়েছে। আমার দায়বদ্ধতা এবং প্রতিক্রিয়া প্রশংসার মেয়াদ। সঠিক হয়েছে ওয়েব সাইটটি চালু করার সময়ে। আমার বা আশা করছি লেগাসিও দখল হয়ে জানাচ্ছে। আমি এই দিনে উপস্থিত থাকার জন্য পবিত্র অর্পণ করছি।

সে। এডিএইচডি, কম আইকিউ যেসব শিশুরের রয়েছে তাদেরকে আমি আমার এই যাত্রাপথকে উৎসর্গ করছি। কলকাতার ডিটিস ডেপুটি হাই কমিশনার নিক সো বলেন, সব বা সেরা। অনেকে আশার অন্য মায়েদের থেকেও সেরা। আমি মিনু বুধিয়ার জীবনকাহিনি শুনে স্তম্ভিত ও বাস রুদ্ধ হয়ে উঠেছি। আপনার মেয়ে অকেই উদ্বুদ্ধ হয়ে। তার মায়ে আমার মেয়েও রয়েছে। সে আপনার সঙ্গে দেখা করে আপনার কাঙ্ক্ষার সাক্ষী থেকেছে। সেও ভবিষ্যতে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হতে চায়। করোনা বিভিন্ন রোগের উপর আগে ফেলছে। তাই সকলে সেই রোগেও লিখেও উদ্বুদ্ধতাবনা করছে। মানসিক সাইন্সের উপর স্বাস্থ্যের নবরঙ্গার দেখেও উচ্চত ছিল।

কিন্তু কেনও এক অজান্ত কারণে তা পেয়েছি হুমি। বর্তমানে কোর্ডে পরিষ্কৃতি কারণে সকলে মানসিকভাবে উপভোগ্য করে গিয়েছে। আমার দায়বদ্ধতা এবং প্রতিক্রিয়া প্রশংসার মেয়াদ। সঠিক হয়েছে ওয়েব সাইটটি চালু করার সময়ে। আমার বা আশা করছি লেগাসিও দখল হয়ে জানাচ্ছে। আমি এই দিনে উপস্থিত থাকার জন্য পবিত্র অর্পণ করছি।